

শিল্পকলার নানা দিক

মুস্তাফা মনোয়ার

১ গদ্যটির মূলকথা

এই রচনাটিতে লেখক সুন্দরের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য, কবিতা সবকিছুর মধ্য দিয়েই সুন্দরকে প্রকাশ করা হয়। প্রকৃতি জগতে সুন্দরের প্রকাশ ঘটে নানাভাবে। তা দেখে মানুষ নতুন করে সুন্দরকে সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মাধ্যমে চলে সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া। কখনো রেখার সাহায্যে, কখনো রঙের সাহায্যে, কখনো মাটির বা পাথরের সাহায্যে সুন্দরকে সৃষ্টি করা হয়। সুন্দর বোধ মানুষের মনকে তৃণ করে। মানুষকে তা পরিশীলিত করে। সুন্দরের সৃষ্টিতে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।



২ গদ্যটির শিখনফল : গদ্যটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : শিল্পকলার নানা দিক সম্পর্কে জানতে পারব। [ব. বো. '১৬]
- শিখনফল-২ : শিল্পের সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। [দি. বো. '১৭]
- শিখনফল-৩ : শিল্পকলা যে আনন্দের উৎস তা অনুধাবন করতে পারব।
- শিখনফল-৪ : দেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সচেষ্ট হব। [ঢ. বো. '১৫]

৩ লেখক-পরিচিতি

নাম : মুস্তাফা মনোয়ার।

জন্ম তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : ঝিনাইদহ জেলার মনোহরপুর গ্রাম।

শিক্ষাজীবন : তিনি কলকাতা আর্ট কলেজের কৃতী ছাত্র।

কর্মজীবন/পেশা : ঢাকায় চারুকলা কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও শিল্পকলা একাডেমিতে মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অন্যতম কৃতিত্বসমূহ : বাংলাদেশে পাপেট থিয়েটার ও অ্যানিমেশন শিল্পকলায় আধুনিকতা প্রচলনে তিনি অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন। শিশু প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে প্রচারিত বহুল জনপ্রিয় 'নতুন কুঁড়ি' অনুষ্ঠানের বৃপ্তকার তিনি। ২য় ও ৬ষ্ঠ সাফ গেমসের সফল মাসকট নির্মাতা তিনি।

পুরস্কার ও সম্মাননা : তিনি 'একুশে পদক'সহ বহু পদক ও পুরস্কার লাভ করেছেন।



৪ পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হবে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সম্পর্কে তারা আগ্রহী হবে। তারা নতুন কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে অনুগ্রামিত হবে।

৫ শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

চিত্রশিল্পী — ছবি আকেন যে।

নৃত্যশিল্পী — নাচ করেন যে।

সংগীতশিল্পী — গান করেন যে।

মুর্ধার্থপর	— অন্যের হিত না দেখে কেবল নিজের লাভ খোজে এমন।
প্রদীপ	— দীপ, আলো।
হাঁচ	— কাঠামো, ধরন।
কারুকাজ	— শিল্পকর্ম, নকশা, শিল্পবিদ্যা।
ঐতিহ্য	— পরম্পরাগত কথা, পুরুষাগ্রামীক ধারা, কিংবদন্তি।
সরঞ্জাম	— উপকরণ, উপচার।

৬ বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

আঞ্চিক	ভাস্কর্য	নৃত্যকলা	চলচ্চিত্র	স্থাপত্য	বিস্তীর্ণ	নন্দনতত্ত্ব	উপলব্ধি	মুর্ধার্থপর	সংক্ষিপ্ত
প্যাস্টেল	অত্যুত	সংস্কৃতি	সরঞ্জাম	তৃণ	কলাভঙ্গি	অঙ্গন	সামগ্ৰী	প্ৰসিদ্ধ	ঐতিহ্য



অনুশীলন



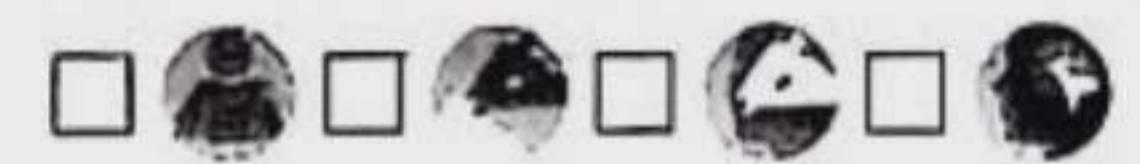
সেরা প্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে
বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, গদ্যটিতে সংযোজিত প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



৪ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর



সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. মুস্তাফা মনোয়ার হলেন একজন—
 ① চিত্রশিল্পী ② ভাস্কর্যশিল্পী
 ③ স্থাপত্যশিল্পী ④ কারুশিল্পী
 [তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের স্থেক-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-৫।]
২. কোনটির মধ্য দিয়ে একটি দেশ এবং দেশের মানুষকে জানা যায়?
 ① শিল্পকলাচর্চা ② সাহিত্যচর্চা
 ③ বিজ্ঞানচর্চা ④ চিত্রকলাচর্চা
 [তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-৫।]
৩. ‘সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে’ বলতে বোঝানো হয়েছে—
 i. প্রয়োজনের মধ্যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না
 ii. অপ্রয়োজনীয় অংশই কেবল মানব-মনকে ত্প্ত করে।
 iii. প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে।
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i; ② ii ও iii ③ i, ii ও iii
 [তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-৫।]

↳ তথ্য-ব্যাখ্যা : আমাদের প্রাতিহিক জীবনে নানা রকম জিনিসের প্রয়োজন হয়। শুধু প্রয়োজন মিলেই মানুষ খুশি হয় না, মানুষের মন বলে তাকে সুন্দর হতে হবে। অপ্রয়োজনীয় অংশই মানবমনকে ত্প্ত করে। প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলেই সৌন্দর্য বিকাশ ঘটে। তাই ③ সঠিক উত্তর।

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

- তকিব হাসান কম্পিউটার সায়েন্সে অনার্স পড়ছেন, সারাক্ষণ তার বুমের দরজা-জানালা বন্ধ করে কম্পিউটার নিয়ে তিনি বসে থাকেন। ছোট বোন মোহনা পূর্ণিমার রাতে ছাদে গিয়ে চাঁদ দেখতে বললে সে বলে— ছাদে গিয়ে চাঁদ দেখার কী আছে, জানালা দিয়েই তো চাঁদ দেখা যাব। সে সব সময় মুখটা কেমন গভীর করে বসে থাকে। সবার সাথে মেশেও না।
৪. শিল্পকলার বিচারে তকিব হাসানের মনে কীসের অভাব আছে?
 ① আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা ② ভাব ও অনুসন্ধিৎসা
 ③ আনন্দ ও অনুভূতি ④ আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ
 [তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-৪।]

↳ তথ্য-ব্যাখ্যা : উদ্দীপকের তকিব হাসানের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে দেখা ও জানার কোনো অনুরাগ নেই। শিল্পকলার বিচারে তার মধ্যে আনন্দ ও অনুভূতির অভাব থাকার কারণেই সে অমন গভীর হয়ে বসে থাকে। তাই ④ সঠিক উত্তর।

৫. ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের আলোকে তকিব হাসানের উক্ত অভাববোধ ধাকার কারণ—

- ① শিল্পচর্চার অভাব ② শিল্পকলার প্রতি অনাসক্তি
 ③ সাহিত্যচর্চার অভাব ④ প্রকৃতির প্রতি অনাসক্তি

[তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-৫।]

↳ তথ্য-ব্যাখ্যা : ‘শিল্পকলার নানা দিক’ রচনায় স্থেক মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে শিল্পচর্চার পুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, শিল্পচর্চার ফলে বর্তমান যুগের সঙ্গে ঐতিহ্যের মিল করে নিজেকে প্রকাশ করা যায়। উদ্দীপকের তকিব হাসানের মধ্যে শিল্পচর্চার অভাব ধাকার কারণেই তার মধ্যে আনন্দ ও অনুভূতি নেই। তাই ② সঠিক উত্তর।

৫ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



- প্রশ্ন ১। মেহেরুমেসা এবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নাট্যাভিনয় দেখে তিনি বান্ধবীদের সাথে ক্যাম্পাস ঘুরতে ঘুরতে এলেন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে। সেখানে দেখেন— এক হাতে বন্দুক ধরে এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকার এক ভাস্কর্য। নাম— সংশঙ্গক। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যে যুদ্ধ চালিয়ে যায় তাকেই বলে সংশঙ্গক। ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা স্মরণ করে এই ভাস্কর্যটি বানানো হয়েছে। মনটা ভরে গেল মেহেরুমেসার।
 ১. মুস্তাফা মনোয়ার কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
 ২. ‘প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলেই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ হয়।’— কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
 ৩. নবীনবরণ অনুষ্ঠানে মেহেরুমেসা শিল্পকলার কোন দিকটি দেখেছেন? এর বর্ণনা দাও।
 ৪. ‘মেহেরুমেসার দেখা সংশঙ্গকই শিল্পকলার প্রধান দিক।’— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

১২ প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ২

- ক. ০ মুস্তাফা মনোয়ার ঝিনাইদহ জেলার মনোহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
 খ. প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলেই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ হয়।
 গ. নবীনবরণ অনুষ্ঠানে মেহেরুমেসা শিল্পকলার কোন দিকটি দেখেছেন? এর বর্ণনা দাও।
 ঘ. ‘মেহেরুমেসার দেখা সংশঙ্গকই শিল্পকলার প্রধান দিক।’— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।
- আমরা আমাদের মনের চাহিদামাফিক জিনিসটি সুন্দর হিসেবেও পেতে চাই। সামান্য কাঁথা যেটি আমরা ব্যবহার করে থাকি, তা যদি নানা রকম নকশা তুলে নকশিকাঁথায় রূপান্তরিত করা হয় তখন এটির সৌন্দর্যের দিকেই আমরা বেশি মনোযোগী হই, প্রয়োজনের কথা মনেই থাকে না। প্রয়োজন শরীরকে ত্প্ত করে, আর সৌন্দর্য ত্প্ত করে আমাদের মনকে। এভাবেই প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলেই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ হয়।
- গ. ০ ক্যাম্পাসে মেহেরুমেসা শিল্পকলার ভাস্কর্যের দিকটি দেখেছেন।
 ১. চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, মৃত্যু, কবিতা সবকিছুর মধ্য দিয়েই সুন্দরকে প্রকাশ করা হয়। আর এই মাধ্যমগুলোই বিভিন্ন আজিগ্রেফের শিল্পকলা।
 ২. উদ্দীপকে বর্ণিত মেহেরুমেসা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠান শেষে বান্ধবীদের সাথে ক্যাম্পাসে ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে ‘সংশঙ্গক’ ভাস্কর্য দেখতে পান। ‘সংশঙ্গক’ অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যে সামনে এগিয়ে যায়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা স্মরণ করেই সংশঙ্গক নির্মিত হয়েছে। মুস্তাফা মনোয়ার ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে এ ধরনের ভাস্কর্যের কথা বলেছেন। তিনি আমাদের দেশের বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্যের কথা বলেছেন। যেমন— শক্ত পাথর কেটে বানানো, গলিত মেলেট দিয়ে বানানো ও পোড়া মাটির ভাস্কর্য ইত্যাদি। উদ্দীপকের মেহেরুমেসা তেমনই একটি ভাস্কর্য দেখেছেন, যার নাম সংশঙ্গক।

১. • “মেহেরুমেসার দেখা সংশঙ্গকই শিল্পকলার প্রধান দিক”—
মন্তব্যটি যথার্থ।
২. ভাস্কর্য শিল্পকলার একটি প্রধান দিক। ভাস্কর্য একটি দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারণ করে। বর্তমানে বিভিন্ন জিনিস দিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণ করা হচ্ছে।
৩. ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে লেখক মানুষের মনের সৌন্দর্য প্রকাশ করার বিভিন্ন মাধ্যমের কথা বলেছেন। এই মাধ্যমগুলোর একটি হচ্ছে ভাস্কর্য তৈরি। এক ধরনের ছাঁচ বানিয়ে গলিত মেটাল ঢেলে গড়ন বানানো, এই ধরনের কাজকে বলে ভাস্কর্য। আমাদের দেশে পোড়ামাটির ভাস্কর্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল। সব শিল্পকলার মূল কস্তুর সমষ্টিয়ে তৈরি হয় এ ভাস্কর্য। এ জন্য ভাস্কর্য এত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দীপকে শিল্পকলার অন্যতম প্রধান এই দিকটিরই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মেহেরুমেসা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক লাইব্রেরির সামনে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ‘সংশঙ্গক’ প্রত্যক্ষ করেন; যা ‘শিল্পকলার নানাদিক’ প্রবন্ধে বর্ণিত শিল্পকলার প্রতিনিধিত্ব করে।
৪. উদ্দীপকের মেহেরুমেসার দেখা ‘সংশঙ্গক’ একটি ভাস্কর্য। ‘শিল্পকলার নানা দিক’ রচনায় যে শিল্পের কথা গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করেছেন লেখক। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১: নন্দলাল বসু তাঁর ‘শিল্পকলা’ গ্রন্থে বলেছেন—‘যে সৃষ্টির মধ্যে মানুষের প্রয়োজন সাধন অপেক্ষা অহেতুক আনন্দ বেশি, যাহাতে মানুষের জৈব অপেক্ষা আত্মিক ও মানসিক আনন্দ সৃষ্টি বেশি, তাহাকে আমরা ললিতকলা বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারি। আবার যাহাকে আমরা ললিতকলা বলি, তাহাও আরেক দিক হইতে কারুকলা শ্রেণিভুক্ত হইতে পারে। স্থাপত্যবিদ্যাপ্রসূত সুরম্য প্রাসাদকে যখন মানুষের বসবাস উপযোগী করিয়া দেখি তখন তাহা কারুশিল্প। আবার উহাকে যখন রূপময় অসীম সৌন্দর্য সৃষ্টি হিসেবে দেখি তখন তাহা চারুকলা।’ ক. ‘পুরাকাল’ শব্দের অর্থ কী?

২. শিল্পকলাচর্চা সকলের পক্ষে অপরিহার্য কেন?

৩. উদ্দীপকের ললিতকলা বলতে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের যে বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

৪. ‘উদ্দীপকে উল্লিখিত চারুকলা ও কারুকলার সমন্বিত রূপই শিল্পকলা’—‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৫. প্রশ্নের উত্তর

১. শিখনকল ১

৬. ‘পুরাকাল’ শব্দের অর্থ থাচীনকাল বা অনেক আগেকার সময়।

১. • জগতের সৌন্দর্যের আনন্দ-ইতিহাস-ঐতিহ্য, দেশ ও মানুষ সম্পর্কে জ্ঞানার জন্য শিল্পকলা চর্চা সকলের পক্ষে অপরিহার্য।
২. ভূবনে যে আনন্দধারা প্রবাহিত হচ্ছে তাতে শিল্পকলার মূল সত্যটি প্রকাশিত। সব মানুষই জীবনের এ আনন্দকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। কারণ আনন্দ প্রকাশ মানুষের জীবনীগতির প্রবলতারই প্রকাশ। এছাড়াও দেশ ও দেশের মানুষকে জ্ঞান যায় শিল্পকলার চর্চা দেখে। এ বিবেচনায় শিল্পকলা চর্চা সকলের পক্ষে অপরিহার্য।

৩. • উদ্দীপকের ললিতকলা বলতে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের শিল্পকলার বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

৪. • প্রয়োজন পূরণ হলেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যায় না। মানুষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য যা ব্যবহার করে তা থেকে মনের আনন্দও পেতে চায়। কারণ সৌন্দর্য উপভোগ করার ইচ্ছা মানুষের ব্যবহাগত।

৫. • উদ্দীপকে ললিতকলার কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সৃষ্টির মধ্যে মানুষের প্রয়োজন সাধন অপেক্ষা অহেতুক আনন্দ বেশি, মানুষের জৈব অপেক্ষা আত্মিক ও মানসিক আনন্দ সৃষ্টি বেশি। ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধেও প্রকাশ পেয়েছে প্রয়োজনের কাজ মিটল ত্রো শরীরকে তৃণ করল, আর প্রয়োজনের বাইরে যে সুন্দর তা মনকে তৃণ করল। এভাবে উদ্দীপকের বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায় প্রবন্ধে। তাই বলতে পারি যে, উদ্দীপকের ললিতকলা বলতে প্রবন্ধের শিল্পকলার বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

৬. • “উদ্দীপকে উল্লিখিত চারুকলা ও কারুকলার সমন্বিত রূপই শিল্পকলা”— উক্তিটি যথার্থ।

৭. • চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য, কবিতা সবকিছুর মধ্য দিয়েই সুন্দরকে প্রকাশ করা হয়। প্রকৃতিজগতে সুন্দরের প্রকাশ লক্ষ করেই মানুষ নতুন করে সুন্দরের সৃষ্টি করে।

৮. • উদ্দীপকে মানুষের বসবাস উপযোগী, স্থাপত্যবিদ্যাপ্রসূত সুরম্য প্রাসাদকে কারুশিল্প বলে অবহিত করা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে সেটাকে যখন রূপময় অসীম সৌন্দর্য সৃষ্টি হিসেবে দেখা হয় তখন তা চারুকলা। ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে এই বিষয়টি প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন হিসেবে দেখানো হয়েছে। এর একটি শরীরকে তৃণ করে, অন্যটি মনকে তৃণ করে। মন ও শরীর একত্রে যখন আনন্দ উপভোগ করে সেটাই প্রকৃত সৌন্দর্য বা শিল্পকলা। সকল শিল্পকলায় সৌন্দর্য রয়েছে। তাতে চারুকলা বা কারুকলা যাই হোক না কেন।

৯. • উদ্দীপকে উল্লেখকৃত বিষয়টির আলোকে প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি প্রবন্ধের সাথে সংগতিপূর্ণ। চারুকলা ও কারুকলার সম্মিলিত রূপই শিল্পকলা। কারণ শিল্পকলায় প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন দুটো দিকই রয়েছে।

টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১. মূলপাঠ ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪৯

১. আমাদের দেশে কীসের ভাস্কর্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল? [ঢ. বো. '১৭]
ক) কাঠের
খ) পোড়ামাটির
গ) পিতলের
ঘ) তামার

২. সকল শিল্পীর দায়িত্ব কোনটি? [ঢ. বো. '১৭]
ক) সুন্দর করে ছবি আঁকা
খ) মানসম্মত ভাস্কর্য তৈরি করা
গ) দেশের ঐতিহ্যকে শ্রম্ভ করা
ঘ) নিজের শিল্পকর্মকে ভালোবাসা

৩. সুন্দরকে জ্ঞান যে জ্ঞান তার নাম কী? [কু. বো. '১৭; ষ. বো. '১৫; সি. বো. '১৪]
ক) চলচিত্র
খ) নন্দনতত্ত্ব
গ) মুক্তি

৪. বাংলাদেশে বর্তমানে চিত্রকলার অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম কোনটি? [চ. বো. '১৭]

ক) কালি-কলম
খ) প্যাস্টেল রং
গ) নন্দনতত্ত্ব মানে কী? [চি. বো. '১৭]

ক) সুন্দরের বিশ্লেষণ
খ) সুন্দরের বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি
গ) শিল্পকলার অনুভব

৬. নকশিকাঁধা আকর্ষণীয় করে বুননের পেছনে শিল্পীর উদ্দেশ্য কী? [ব. বো. '১৭]

ক) বেশি দাম পাওয়া
খ) নৈপুণ্য প্রদর্শন
গ) আনন্দকে ছড়িয়ে দেয়া

৭. শিল্পকলার কারুকাজ দিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের— [ঝ. বো. '১৫; কু. বো. '১৬; দি. বো. '১৫; সকল বোর্ড ২০১০]

ক) ঐতিহ্য
খ) ভাস্কর্য
গ) জাতিসভা

৮. শিল্পকলা চর্চা সকলের পক্ষে অপরিহার্য কেন? [জ. বো. '১৫; চ. বো. '১৬]
 ৰ ① নন্দনতত্ত্ব বলে ৰ ৰ চিত্রকলা বলে
 ৱ ৰ ৰ সাহিত্যচর্চা ৰ ৰ দেশ ও দেশের মানুষকে জানা
৯. শুধু প্রয়োজন মিটিলেই মানুষ খুশি হয় না কেন? [সি. বো. '১৬]
 ৰ ৰ ৰ মানুষ বিলাসিতার আশা করে ৰ ৰ মানুষের মন সুন্দরের প্রত্যাশী
 ৱ ৰ ৰ মানুষের মন উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলে ৰ ৰ মানুষের প্রবৃত্তি এমনই
১০. সব সুন্দরের সৃষ্টির মধ্যে একটা রূপ আছে, তার নাম কী? [ব. বো. '১৬; দি. বো. '১৬; দি. বো. '১৫]
 ৰ ৰ ৰ স্বার্থপরতা ৰ ৰ আত্মসচেতনতা
 ৱ ৰ ৰ স্বাধীনতা ৰ ৰ শিল্পকলা
১১. 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'
 —উপ্রত্যাহশের সাথে নিচের কোন চরণের মিস আছে? [কু. বো. '১৫]
 ৰ ৰ ৰ যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয় খুশি করে তাই সুন্দর
 ৰ ৰ ৰ আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ
 ৰ ৰ ৰ সুন্দরের মধ্যে মিলেমিশে একটা বন্ধন সৃষ্টি করে
 ৰ ৰ ৰ আনন্দকে আমরা বুঝি ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে
১২. প্রয়োজনের চেয়েও সৌন্দর্যপ্রিয়তা প্রাধান্য পায় কোন লোকশিল্পে? [কু. বো. '১৫]
 ৰ ৰ ৰ শীতলপাটি ৰ ৰ জামদানি
 ৱ ৰ ৰ শিকা ৰ ৰ মাদুর
১৩. সুন্দরবোধ মানুষকে কী করে? [সি. বো. '১৫; সকল বোর্ড ১২]
 ৰ ৰ ৰ উজ্জীবিত ৰ ৰ উচ্ছ্বসিত
 ৱ ৰ ৰ ৰ পরিশীলিত ৰ ৰ আনন্দিত
১৪. শক্ত পাথর কেটে কোনো গড়ন বানানোকে কী বলে? [ব. বো. '১৫]
 ৰ ৰ ৰ স্থাপত্য ৰ ৰ শিল্পকলা
 ৱ ৰ ৰ ৰ চিত্রকলা ৰ ৰ ভাস্কর্য
১৫. কোন ধরনের বোধের কারণে মানুষের মন তৃপ্ত হয়? [জ. বো. '১৪]
 ৰ ৰ ৰ মূল্যবোধ ৰ ৰ সুন্দরবোধ
 ৰ ৰ ৰ মানবতাবোধ ৰ ৰ নৈতিকতাবোধ
১৬. 'আনন্দ প্রকাশ' কীসের প্রতীক? [গ. বো. '১৪]
 ৰ ৰ ৰ সরলতার ৰ ৰ আভার
 ৱ ৰ ৰ ৰ প্রিপ্তির ৰ ৰ জীবনীশক্তির
১৭. বাংলাদেশে পুরাকালে কোন রং দিয়ে ছবি আঁকা হতো? [খ. বো. '১৪]
 ৰ ৰ ৰ তৈল রং ৰ ৰ জল রং
 ৱ ৰ ৰ ৰ প্যাস্টেল রং ৰ ৰ মোম রং
১৮. 'আনন্দ ধারা বহিষ্ঠে ভুবনে' গান্টির রচয়িতা কে?
 ৰ ৰ ৰ রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৰ ৰ মৃষ্টাফা মনোয়ার
 ৰ ৰ ৰ নজরুল ইসলাম ৰ ৰ আহসান হাবীব
১৯. মানুষের জীবনীশক্তির প্রবলতার প্রকাশ কোনটি?
 ৰ ৰ ৰ দুঃখ প্রকাশ ৰ ৰ হতাশা প্রকাশ
 ৱ ৰ ৰ আনন্দ প্রকাশ ৰ ৰ কার্পণ্য প্রকাশ
২০. সব মানুষই জীবনে কী পাওয়ার জন্য নানা রকম চেষ্টা করছে?
 ৰ ৰ ৰ অর্ধ-সম্পদ ৰ ৰ আনন্দ
 ৰ ৰ ৰ ব্যাতি ৰ ৰ ভালোবাসা
২১. মানুষের আনন্দ কী রূপে প্রকাশিত হয়?
 ৰ ৰ ৰ বিচ্ছিন্ন রূপে ৰ ৰ ৰ খণ্ডিত রূপে
 ৱ ৰ ৰ ৰ নানা রূপে ৰ ৰ ৰ আর্থিক রূপে
২২. আমরা কীসের সাহায্যে আনন্দ বুঝি?
 ৰ ৰ ৰ অনুভব ৰ ৰ ৰ ধন-সম্পদ
 ৱ ৰ ৰ ৰ ইন্দ্রিয় ৰ ৰ ৰ পঞ্জা-শোনা
২৩. পুরাকাল থেকে বর্তমান শুগ পর্যন্ত মানুষ মানুষের মধ্যে কী বিজ্ঞান করতে চেয়েছে?
 ৰ ৰ ৰ শুধুকে ৰ ৰ ৰ ভালোবাসাকে
 ৱ ৰ ৰ ৰ ইচ্ছাকে ৰ ৰ ৰ নিজেদের আনন্দকে

২৪. চিত্রকলা, সংগীতকলা, স্থাপত্য ইত্যাদি হলো শিল্পকলার একেকটি—
 ৰ ৰ ৰ আভিগ্রামিক ৰ ৰ ৰ বিস্তার
 ৰ ৰ ৰ গুণাগুণ ৰ ৰ ৰ ইতিহাস
২৫. কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন?
 ৰ ৰ ৰ অভিনয় কলা কী ৰ ৰ ৰ নৃত্যশিল্প কী
 ৱ ৰ ৰ ৰ শিল্পকলার অর্থ কী ৰ ৰ ৰ স্থাপত্য শিল্প কী
২৬. শিল্পকলা সাজানোর নিয়মটি কোন ধরনের?
 ৰ ৰ ৰ অস্পষ্ট ৰ ৰ ৰ বিশ্বাস
 ৰ ৰ ৰ অনিয়মিত ৰ ৰ ৰ সুবিন্যস্ত
২৭. নৃত্যশিল্পীর কাজ কী?
 ৰ ৰ ৰ গান রচনা করা ৰ ৰ ৰ সাহিত্য সৃষ্টি করা
 ৰ ৰ ৰ নিয়ম মেনে চলা ৰ ৰ ৰ নাচ পরিবেশন করা
২৮. কুলের ক্ষেত্রে একই বিন্দু থেকে পাপড়িগুলো ছড়িয়ে থাকে বিন্দুর—
 ৰ ৰ ৰ একদিকে ৰ ৰ ৰ উভয়দিকে
 ৰ ৰ ৰ ডানদিকে ৰ ৰ ৰ চারদিকে
২৯. ছবি আঁকা মানে কী?
 ৰ ৰ ৰ রং করা ৰ ৰ ৰ দেখে শেখা
 ৰ ৰ ৰ বলে শেখা ৰ ৰ ৰ এঁকে শেখা
৩০. সব সুন্দরই সরাসরি কীসের বাইরে অবস্থান করে?
 ৰ ৰ ৰ আভিগ্রাম ৰ ৰ ৰ পৃথিবীর
 ৰ ৰ ৰ ধরা-ছোয়ার ৰ ৰ ৰ প্রয়োজনের
৩১. শিশুরা কীভাবে ছবি আঁকে?
 ৰ ৰ ৰ রং ভুলি দিয়ে ৰ ৰ ৰ দেখে শুনে
 ৰ ৰ ৰ কল্পনা-বাস্তব মিলিয়ে ৰ ৰ ৰ কল্পনা দিয়ে
৩২. প্রয়োজনের বাইরে যে সুন্দর তা তৃপ্ত করে—
 ৰ ৰ ৰ শরীরকে ৰ ৰ ৰ বাহিরকে
 ৰ ৰ ৰ সুন্দরকে ৰ ৰ ৰ মনকে
৩৩. আমাদের সংস্কৃতি বা কালচার কীভাবে পঢ়ে উঠেছে?
 ৰ ৰ ৰ নৃত্যকলার বৃক্ষারে ৰ ৰ ৰ গদ্য-পদ্যের মিছিলে
 ৰ ৰ ৰ অভিনয়ের ভঙ্গিমায় ৰ ৰ ৰ শিল্পকলার কারুকাজে
৩৪. একটি দেশের মানুষকে জানা সম্ভব সে দেশের—
 ৰ ৰ ৰ নৃত্যকলাচার্চার ধারা দেখে ৰ ৰ ৰ অভিনয় শিল্পের নৈপুণ্য দেখে
 ৰ ৰ ৰ পোশাক-আশাক দেখে ৰ ৰ ৰ শিল্পকলাচার্চার ধারা দেখে
- শব্দার্থ ও টীকা** ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 51
৩৫. 'পুরাকাল' বলতে বোঝায়—
 ৰ ৰ ৰ পরিপূর্ণ কাল ৰ ৰ ৰ পূর্ণাঙ্গ সময়
 ৰ ৰ ৰ প্রাচীন কাল ৰ ৰ ৰ বর্তমান সময়প্রবাহ
৩৬. সাহিত্য পাঠ করে বা ছবি দেখে মনে যে অনুভূতি জাগে তাকে কী বলে?
 ৰ ৰ ৰ রস ৰ ৰ ৰ শিল্পবোধ
 ৰ ৰ ৰ আনন্দানুভূতি ৰ ৰ ৰ কলাবোধ
- পাঠের উদ্দেশ্য** ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 51
৩৭. 'শিল্পকলার নানা দিক' রচনাটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীদের কোন বোধ সম্ভব হবে?
 ৰ ৰ ৰ স্কৃতিবোধ ৰ ৰ ৰ বেদনাবোধ
 ৰ ৰ ৰ দেশাদ্বোধ ৰ ৰ ৰ সৌন্দর্যবোধ
৩৮. 'শিল্পকলার নানা দিক' রচনাটি পাঠ শিক্ষার্থীদের কোন বিষয়ে অনুপ্রাপ্তি করতে পারে?
 ৰ ৰ ৰ নতুন কিছু সৃষ্টিতে ৰ ৰ ৰ নতুন নতুন খামখেয়ালিপনায়
 ৰ ৰ ৰ নতুন জীবন পরীক্ষায় ৰ ৰ ৰ নতুন চ্যালেঞ্জ প্রহণে
- পাঠ-পরিচিতি** ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 51
৩৯. 'শিল্পকলার নানা দিক' রচনার প্রকাশ পেরেছে লেখকের—[ব. বো. '১৬]
 ৰ ৰ ৰ সৌন্দর্যবোধ ৰ ৰ ৰ অভিভূতা
 ৰ ৰ ৰ শিল্পের বর্ণনা ৰ ৰ ৰ ব্যক্তিগত পরিচয়

বাংলা প্রথম পত্র ► সাহিত্য-কণিকা

৪০. সুন্দরের বোধ ছারা মানুষ কীভাবে উপকার পেঁয়ে থাকে?
 ① মনকে তন্ত করে ④ দেহকে প্রশান্তি দেয়
 ② ৰ বস্তুতান্ত্রিকতা সজাগ করে ⑤ আমিত্তকে জাগিয়ে তোলে
- বিন্দু লেখক-পরিচিতি ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৫১**
৪১. মুস্তাকা মনোয়ার কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?
 ① ১৯৩৫ সালে ④ ১৯৩৬ সালে
 ② ১৯৩৭ সালে ⑤ ১৯৩৮ সালে
৪২. শিল্পী মুস্তাকা মনোয়ারের জন্মস্থান কোনটি?
 ① মাপুরা জেলার আলোকদিয়া গ্রামে
 ② নড়াইল জেলার ভদ্রবিলা গ্রামে
 ③ কুমিল্লা জেলার মহেশপুর গ্রামে
 ④ বিনাইদহ জেলার মনোহরপুর গ্রামে
৪৩. মুস্তাকা মনোয়ারের পিতার নাম কী?
 ① গোলাম মোস্তাকা
 ② মনোয়ার আহমদ
 ③ গোলাম মনোয়ার
 ④ মোস্তাকা মনোয়ার
৪৪. মুস্তাকা মনোয়ার শিশুদের জন্য কী নির্মাণ করেন? [চ. বো. '১৫]
 ① মনের কথা ④ শুভেচ্ছা
 ② সিসিমপুর ⑤ মীনা কার্টুন
৪৫. মুস্তাকা মনোয়ারের পিতা ছিলেন একজন—
 ① গল্পকার ④ নাট্যকার
 ② কবি ⑤ উপন্যাসিক
৪৬. মুস্তাকা মনোয়ার কোন কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন?
 ① ঢাকা কলেজ ④ জগন্মাথ কলেজ
 ② ঢাকা আর্ট কলেজ ⑤ কলকাতা আর্ট কলেজ
৪৭. মুস্তাকা মনোয়ার ঢাকায় কোন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন?
 ① ঢাকা আর্ট কলেজে ④ চারুকলা কলেজ
 ② চারুকলা একাডেমি ⑤ ঢাকা কলেজ
৪৮. মুস্তাকা মনোয়ার নিচের কোন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন?
 ① বাংলা একাডেমি ④ বাংলাদেশ বেতার
 ② জাতীয় জাদুঘর ⑤ বাংলাদেশ টেলিভিশন
৪৯. মুস্তাকা মনোয়ার শিল্পকলা একাডেমিতে কোন পদের দায়িত্ব পালন করেন?
 ① মহাপরিচালক ④ পরিচালক
 ② সভাপতি ⑤ উপদেষ্টা
৫০. 'মনের কথা' কেমন বিষয়ক অনুষ্ঠান?
 ① নৃত্যবিষয়ক ④ চিত্রকলাবিষয়ক
 ② শিল্পকলাবিষয়ক ⑤ নাট্য বিষয়ক
৫১. মুস্তাকা মনোয়ার কোন পুরস্কার লাভ করেন?
 ① স্বাধীনতা পুরস্কার ④ বাংলা একাডেমি পুরস্কার
 ② একুশে পদক ⑤ জয়নুল আবেদিন অ্যাওয়ার্ড
৫২. কত সাল থেকে বিটিভিতে 'নতুন কুণ্ডি' অনুষ্ঠান চালু হয়?
 ① ১৯৭০ ④ ১৯৭১
 ② ১৯৭২ ⑤ ১৯৭৩
৫৩. মুস্তাকা মনোয়ার কত তম সাফ পেমসের মাসকাট নির্মাণ করেন?
 ① প্রথম ও দ্বিতীয় ④ দ্বিতীয় ও তৃতীয়
 ② তৃতীয় ও চতুর্থ ⑤ দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ

- বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর**
৫৪. ভাস্কর্যের গড়ন বানানো হয়— [দি. বো. '৭১]
 i. শক্ত পাথর কেটে
 ii. নরম মাটি দিয়ে
 iii. ছাঁচে গলিত মেটাল ঢেলে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① ১ ও ii ④ ১ ও iii ② ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

৫৫. 'প্রয়োজন আৱ অপ্রয়োজন মিলিয়েই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূৰ্ণ হয়' — উক্তিৰ বক্তব্যেৰ সাথে নিচেৰ কোনটি সামঞ্জস্যপূৰ্ণ? [ব. বো. '১৬]
 i. নকশিকাঁধা তৈরি, জামায় নকশা কৰা, ঘৰ সাজানো
 ii. ঘৰ বানানো, কাঁধা সেলাই, পাছ লাগানো
 iii. ছকি আঁকা, ফুলেৰ পাছ লাগানো
 নিচেৰ কোনটি সঠিক?
 ① i ④ i ও ii ② i ও iii ⑤ i, ii ও iii
৫৬. নকশিকাঁধা হলো—
 i. নকশা কৰা দায়ি শাড়ি বিশেষ
 ii. সুই-সাতা দিয়ে নকশা কৰা বানানো কাঁধা
 iii. একটি অপূৰ্ব সুন্দৰ শিল্প
 নিচেৰ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ④ i ও iii ② iii ⑤ ii ও iii
৫৭. সুন্দৰেৰ খৰ্মবৈশিষ্ট্য হলো তা—
 i. সকলকে আনন্দ দেয়
 ii. সকলকে খুশি কৰে
 iii. সকলকে অখুশি কৰে
 নিচেৰ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ④ i ও iii ② iii ⑤ ii ও iii
৫৮. শিল্পকলাৰ অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো—
 i. নৃত্যকলা ও সংগীতশাস্ত্ৰ
 ii. সাহিত্য ও চিত্ৰকলা
 iii. ভাস্কৰ্য ও স্থাপত্যশিল্প
 নিচেৰ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ④ i ও iii ② i, ii ও iii ⑤ ii ও iii
- অভিমন্ত তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর**
- উক্তীগুলি পড়ে ৫৯ ও ৬০ নম্বৰ প্রশ্নেৰ উত্তৰ দাও :
 মীৱা তাৱ জন্মদিনে কাকার কাছ থেকে একটি সুন্দৰ কলমদানি উপহার পায়। কলমদানিটিৰ নকশা এতই সুন্দৰ যে শোকেসে সাজিয়ে রাখে।
৫৯. নীৱাৱ আচৰণে 'শিল্পকলাৰ নানা দিক' প্ৰবল্লেৰ কোন দিকটি গুৱৰুত্ব পেয়েছে? [ব. বো. '১৪]
 ① বস্তুৰ অপ্রয়োজনেৰ দিক ④ বস্তুৰ প্ৰয়োজনেৰ দিক
 ② ঐতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষা ⑤ শিল্পকলাৰ চৰ্চা
৬০. উত্ত গুৱৰুত্বেৰ ভিত্তি কী? [ব. বো. '১৪]
 ① বস্তুৰ ব্যবহাৰ ④ সৌন্দৰ্য উপলব্ধি
 ② মনেৰ স্বাধীনতা ⑤ শিল্পীৰ দায়িত্ব
- উক্তীগুলি পড়ে ৬১ থেকে ৬৩ নম্বৰ প্রশ্নেৰ উত্তৰ দাও :
 রায়হানেৰ মামা একটি বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়েৰ চারুকলাৰ শিক্ষক। তাৰ বাসায় রায়হান বেড়াতে গেলে তিনি শিল্পকলাৰ নানা দিক নিয়ে আলোচনা কৰেন। তিনি একটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা কৰেন যা সুন্দৰকে জানতে প্ৰয়োজন হয়। তিনি বলেন, শিল্পকলা চৰ্চা সকলেৰ জন্য অপৰিহাৰ্য।
৬১. রায়হানেৰ মামা যে তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা কৰলেন সেটি হলো—
 ① শিল্পতত্ত্ব ④ কলাতত্ত্ব
 ② নন্দনতত্ত্ব ⑤ সৌন্দৰ্যতত্ত্ব
৬২. আলোচা তত্ত্বটিৰ মানে হলো—
 i. সুন্দৰকে বিশ্বেষণ কৰা
 ii. সুন্দৰকে উপলব্ধি কৰা
 iii. সুন্দৰকে ধাৰণ কৰা
 নিচেৰ কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ④ i ও iii ② ii ও iii ⑤ i, ii ও iii
৬৩. কোনো দেশেৰ সকলেৰ জন্য শিল্পকলা চৰ্চা অপৰিহাৰ্য। কাৰণ এৰ মাধ্যমে—
 i. দেশকে জানা যায়
 ii. দেশেৰ ঐতিহ্য জানা যায়
 iii. দেশেৰ মানুষকে জানা যায়
 নিচেৰ কোনটি সঠিক?
 ① i ও iii ④ i ও ii ② ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞানশীল প্রশ্ন ও উত্তর



শিখনফলের ধারায় প্রশ্নীত



প্রশ্ন ১। বরিশাল বোর্ড ২০১৬

কল্পবাজার সম্মুখ সৈকতে আপন মনে বালু ভাস্কর্য তৈরি করছিলেন এক শিল্পী। বালু ভাস্কর্য তৈরির এ ধারণাটি তুলনামূলক নতুন। ক্ষণস্থায়ী এ শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে চাইলে শিল্পী হেসে বললেন, পর্যটকদের আনন্দদানই তার উদ্দেশ্য।

ক. তালপাতায় আঁকা ছবির বহু নির্দেশন কোথায় পাওয়া যায়? ১

খ. “সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে।”—কেন? ২

গ. উদ্দীপকে শিল্পকলার যে শাখার পরিচয় পাওয়া যায় ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ‘মানুষকে আনন্দদানই শিল্পকলার উদ্দেশ্য’— উদ্দীপক এবং ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ১

ক. ০ তালপাতায় আঁকা বহু ছবির নির্দেশন পাওয়া যায় পুরানো পৃথিবীতে।

খ. ০ সুন্দরের সাথে প্রয়োজনের সম্পর্ক নেই বলে সব সুন্দর সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে।

০ সৌন্দর্য মনকে ত্রুটি করে, মানবমনের মানসিক খোরাক জোগায়। অন্যদিকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য উপেক্ষিত হয়, তখন কেবল প্রয়োজন মেটানোটাই মুখ্য। মানুষ যখন সৌন্দর্যকে অবলোকন করে, অনুভব করে তখন প্রয়োজন গুরুত্ব পায় না। তাই সব সৌন্দর্য সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে অর্থাৎ সম্পর্কহীন।

গ. ০ উদ্দীপকে শিল্পকলার ভাস্কর্য শাখার পরিচয় পাওয়া যায়।

০ ভাস্কর্য শিল্পকলার একটি প্রধান আংগিক। পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের, বহুমুখী আকৃতির ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায়। পৃতুল, মুখোশ, মাটির জিনিসপত্র ভাস্কর্যের উদাহরণ। তবে বর্তমানে কাঠ, পাথর প্রভৃতি দিয়ে তৈরি ভাস্কর্য বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

০ ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে এই ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যা আমরা উদ্দীপকেও দেখতে পাই। এ প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, নরম মাটি দিয়ে কোনো কিছুর রূপ দেওয়া বা শক্ত পাথর কেটে কোনো গঠন বানানোকে বলে ভাস্কর্য। বিশেষ এক ধরনের ছাঁচ বানিয়ে গলিত ধাতু ঢেলে গড়ন বানানোকেও বলে ভাস্কর্য। শিল্পকলার মধ্যে কতগুলো মূল বস্তু থাকে, যেমন— বিন্দু, রেখা, রং, আকার, গতি, হৃদ, আলো-ছায়া প্রভৃতি। এসব মিলে হয় ভাস্কর্য। উদ্দীপকে যে ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় আমরা পাই সেখানে বলা হয়েছে বালুর তৈরি ভাস্কর্যের কথা।

ঘ. ০ ‘মানুষকে আনন্দদানই শিল্পকলার উদ্দেশ্য।’— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ শিল্পের মধ্যে মানুষের প্রয়োজন সাধনের চেষ্টা থাকে না, থাকে আনন্দ প্রদানের চেষ্টা। আংশিক আনন্দই শিল্পকলার উদ্দেশ্য, জৈবিক ত্ত্বসাধন নয়। তাই শিল্পকলার চর্চা করে মানুষ মনকে ত্রুটি করে।

০ ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে এ সত্যকেই তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য, কবিতা সবকিছুর মধ্য দিয়েই সুন্দরকে প্রকাশ করা হয়। প্রকৃতিজগতের সৌন্দর্যকে মানুষ নানাভাবে ফুটিয়ে তোলে শিল্পকলায়। এ সুন্দরবোধ মানুষকে ত্রুটি করে, মনকে পরিশীলিত করে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে, শিল্পী যে বালুর ভাস্কর্য তৈরি করছেন তা ক্ষণস্থায়ী। তবু সেটা তৈরিতে যেমন তার আনন্দ আছে তেমনি তা দেখে পর্যটকরাও আনন্দ পাবে।

০ প্রয়োজন মেটাতে কোনোকিছুকে সুন্দর করে তৈরি করতে হয় না। কিন্তু মনকে পরিত্রুটি করতে সৌন্দর্যের প্রয়োজন, যা শিল্পকলার উদ্দেশ্য। তাই ‘মানুষকে আনন্দদানই শিল্পকলার উদ্দেশ্য’ মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ২। বিষয় : পোড়ামাটির শিল্প।

পোড়ামাটির এই ফলক বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্প। মামা বললেন, টেরাকোটা বা পোড়ামাটির এসব কাজ এদেশে শুরু হয়েছে হাজার বছর আগে। আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না? মামা কাছে জানতে চাইলাম আমরা। মামা বললেন, আজকাল ওরকম টেরাকোটা হচ্ছে না বটে, তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে।

[তথ্যসূত্র : শখের মৃৎশিল্প—আমার বাংলা বই, পঞ্চম শ্রেণি]

ক. ‘প্রাত্যহিক জীবন’ কী? ১

খ. আমাদের সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে উঠেছে কীভাবে? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকটিতে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের যে বিশেষ দিকটি আলোচিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে উল্লিখিত দিকটি ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের সামগ্রিকতা প্রকাশ করে না।” উক্তিটি বিশেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ১

ক. ০ প্রাত্যহিক জীবন হলো প্রতিদিনের জীবন।

খ. ০ আমাদের সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে উঠেছে নানা রকম শিল্পকলার কারুকাজ দিয়ে।

০ আমাদের রয়েছে শিল্পকলার বিস্তীর্ণ অঙ্গন। শিল্পকলার নানা বিষয় যেমন— চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্যকলা, সংগীতকলা, অভিনয়কলা, চলচ্চিত্র, স্থাপত্য ইত্যাদির মাধ্যমেই আমাদের সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে উঠেছে। আর শিল্পীরা দেশের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে গড়ে তোলেন শিল্পকলার নানা অনুষঙ্গ। শিল্পকলার নানা কারুকাজ দিয়ে একটি দেশের সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে উঠেছে বলেই একটি দেশ ও দেশের মানুষকে জানা যায়।

গ. ০ উদ্দীপকটিতে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের পোড়ামাটির ভাস্কর্যের দিকটি আলোচিত হয়েছে।

০ শিল্পকলার বিস্তীর্ণ অঙ্গনজুড়ে রয়েছে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্যকলা ইত্যাদি বিষয়। ভাস্কর্য শিল্পকলার অন্যতম প্রধান একটি দিক। আমাদের দেশেও পোড়ামাটির ভাস্কর্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

০ উদ্দীপকে পোড়ামাটির শিল্পের বর্ণনায় উঠে এসেছে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের কথা। পোড়ামাটির ভাস্কর্যের কাজ বাংলার প্রাচীন শিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম। পোড়ামাটির এসব কাজ শুরু হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে। শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে মুস্তাফা মনোয়ার পোড়ামাটির ভাস্কর্যের কথা বলেছেন। এক সময় আমাদের দেশের পোড়ামাটির ভাস্কর্যের অনেক সুনাম ছিল, যা আমাদের ঐতিহ্যকে ধারণ করার পাশাপাশি শিল্পকলাকে করেছে সমৃদ্ধিশালী। উদ্দীপকে বর্ণিত টেরাকোটার মধ্য দিয়ে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। আর উদ্দীপকটিতে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের এই বিশেষ দিকটিই আলোচিত হয়েছে।

ঘ. ০ “উদ্দীপকে উল্লিখিত দিকটি ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের সামগ্রিকতা প্রকাশ করে না।”— উক্তিটি যথার্থ।

০ শিল্পকলার দিকগুলোর মাঝে ভাস্কর্য অন্যতম প্রধান একটি দিক। আমাদের দেশে পোড়ামাটির ভাস্কর্য অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। আমাদের ঐতিহ্য প্রকাশে ভাস্কর্যসমূহের বেশ ভূমিকা ছিল।

০ উদ্দীপকে পোড়ামাটির শিল্পের বর্ণনায় ভাস্কর্যের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। পোড়ামাটির ভাস্কর্যের কাজ এদেশে শুরু হয়েছিল হাজার বছর আগে। ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধেও পোড়ামাটির ভাস্কর্যের কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়টি ছাড়াও প্রবন্ধে মুস্তাফা মনোয়ার সুন্দরের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্দরকে প্রকাশ করা যায়।

বাংলা প্রথম পত্র ► সাহিত্য-কণিকা

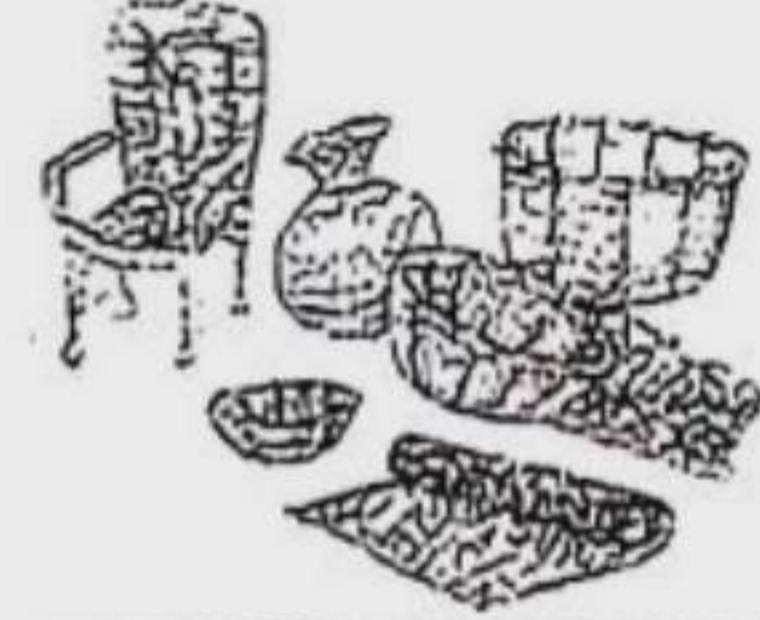
মানুষ প্রকৃতিজগতে প্রকাশিত সুন্দরকে নতুন করে সৃষ্টি করে। এভাবেই সৃষ্টি হয় শিল্পকলার নানা দিকের। শিল্পকলার সৃষ্টি মানুষের মনকে পরিতৃপ্ত করে। মানুষকে করে পরিশীলিত। প্রবন্ধে আরও আলোচিত হয়েছে শিল্পকলা চর্চার অপরিহার্যতাৰ দিকটি।

• ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধ এবং উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্ৰেই পোড়ামাটিৰ ভাস্কুলের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে বৰ্ণিত হয়েছে শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয়। শিল্পকলার মাধ্যমে সুন্দরের বহিঃপ্রকাশ। আরও বৰ্ণিত হয়েছে শিল্পকলা চর্চার প্রয়োজনীয়তাৰ দিকটি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত দিকটি প্রবন্ধেৰ সামগ্ৰিকতা প্রকাশ কৰে না। এসব দিক বিচাৰে প্ৰশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাৰ্থ।

প্রশ্ন ০৩ বিষয় : বাংলাদেশেৰ কুটিৱ শিল্প।



চিত্ৰ-১



চিত্ৰ-২

- ক. আমৰা কীসেৰ সাহায্যে আনন্দ বুঝি? ১
- খ. শুধু প্ৰয়োজন মিটলেই মানুষ কেন খুশি হয় না? ২
- গ. উদ্দীপকেৰ ২ নম্বৰ চিত্ৰটি বাংলাদেশেৰ কোন শিল্পেৰ চিহ্ন বহন কৰে। ব্যাখ্যা কৰ। ৩
- ঘ. উদ্দীপকেৰ ১ নম্বৰ চিত্ৰটি ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধেৰ আংশিক দিক বৰ্ণিত হয়েছে। উক্তিটি বিশ্লেষণ কৰ। ৪

৩নং প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ

► শিখনফল ১

- ক.** • আমৰা ইন্দ্ৰিয়েৰ সাহায্যে আনন্দ বুঝি।
- খ.** • শুধু প্ৰয়োজন মিটলেই মানুষ খুশি না হওয়াৰ কাৱণ হলো—তাতে মনেৰ খোৱাক মেটে না।
- মানুষ মাত্ৰই তার মনকে খুশি কৰতে চায়। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে প্ৰয়োজন মেটাতে হবে। কিন্তু ব্যক্তিৰ স্বতঃস্ফূর্ততা তথা জীবনীশক্তিৰ উন্নতিকল্পে মনেৰ দাবিও মেটাতে হবে। এ কাৱণেই মানুষ প্ৰয়োজন মিটিয়ে খুশি হয় না। প্ৰয়োজন মেটানোৰ পাশাপাশি আনন্দেও অবগাহন কৰে।
- গ.** • উদ্দীপকেৰ ২ নম্বৰ চিত্ৰটি বাংলাদেশেৰ অন্যতম কুটিৱ শিল্প ও বেত শিল্পেৰ চিহ্ন বহন কৰে।
- সৌন্দৰ্যবোধ বা শিল্পবোধ মানুষেৰ মনকে তৃপ্ত কৰে। এমনকি মহৎ কৰে। মনেৰ খোৱাক জোগায়। মানুষ যখন সৌন্দৰ্যকে অবলোকন কৰে প্ৰয়োজন সেখানে গোণ হয়ে যায়। তাই শিল্প চেতনাকে প্রকাশ কৰে যে জিনিস তার পুৱৰত্ব অপৰিসীম।
- উদ্দীপকেৰ ২নং চিত্ৰে বাংলাদেশেৰ কুটিৱ শিল্পেৰ অন্যতম নিৰ্দৰ্শন বাঁশ ও বেত শিল্পেৰ কথা উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদেৱ প্ৰাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন রকম জিনিসেৰ প্ৰয়োজন হয়। উদ্দীপকে যে শিল্পকলার চিত্ৰ রয়েছে তা বাংলা ও বাঙালিৰ ঐতিহ্যবাহী কুটিৱ শিল্পেৰ নিৰ্দৰ্শন যা ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে বৰ্ণিত হয়েছে। প্ৰাবন্ধিকেৰ মতে শিল্পকলায় শুধু প্ৰয়োজন মিটলেই হবে না, তাকে সুন্দৰও হতে হবে। আৱ সব সুন্দৰই প্ৰয়োজনেৰ বাইৱে। উদ্দীপকেৰ শিল্পকলায় যেমন প্ৰয়োজনও মেটে তেমনি এতে শৈলিক সৌন্দৰ্যও বিদ্যমান, যা প্রবন্ধেৰ অন্যতম আলোচিত দিক।
- ঘ.** • উদ্দীপকেৰ ১ নম্বৰ চিত্ৰটি ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধেৰ আংশিক দিক বৰ্ণিত হয়েছে।— উক্তিটি যথাৰ্থ।
- ভাস্কুল শিল্পকলার একটি প্ৰধান দিক। পৃথিবীৰ সৰ্বত্র বিভিন্ন ধৰনেৰ ভাস্কুল দেখতে পাওয়া যায়। পুতুল, মুখোশ, মাটিৰ জিনিসপত্ৰ ভাস্কুলেৰ উদাহৰণ। তবে বৰ্তমানে কাঠ, পাথৰ প্ৰভৃতি দিয়ে তৈৱি ভাস্কুল বেশ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰেছে।

• উদ্দীপকেৰ ১ নম্বৰ চিত্ৰে আমাদেৱ দেশেৰ থাসিম্ব পোড়ামাটিৰ ভাস্কুল চিত্ৰ দেখা যায়; যা আমাদেৱ ঐতিহ্যেৰ ধাৰক ও বাহক। নৱম মাটি দিয়ে কিংবা শক্ত পাথৰ কেটে এৱ গড়ন বানালো হয়; যা শিল্পকলার অন্যতম নিৰ্দৰ্শন। এ বিষয়টি ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধেৰ একটি দিককে নিৰ্দেশ কৰেছে। আলোচ্য প্ৰবন্ধে উক্ত বিষয় ছাড়াও বহুমুখী বিষয় ও ভাবেৰ অবতাৰণা ঘটেছে।

• ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধ এবং উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্ৰেই পোড়ামাটিৰ ভাস্কুলেৰ দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে বৰ্ণিত হয়েছে শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয়। শিল্পকলার মাধ্যমে সুন্দৰেৰ বহিঃপ্রকাশ। আৱ বৰ্ণিত হয়েছে শিল্পকলা চৰ্চার প্রয়োজনীয়তাৰ দিকটি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত দিকটি প্রবন্ধেৰ সামগ্ৰিকতা প্রকাশ কৰে না। এসব দিক বিচাৰে প্ৰশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাৰ্থ।

প্রশ্ন ০৪ দিনাজপুৰ বোর্ড ২০১৭

জয়পুৰহাট শহৱে শিল্পী আমিনুৰ রহমান প্ৰামাণিকেৰ নকশা কৰা শিল্পকৰ্ম বাজলা কুলেৰ স্বাধীনতা মঞ্চ একটি ব্যতিক্ৰমধৰ্মী স্থাপনা। ছোট আয়তনেৰ হলেও এৱ দুটি স্তৰেৰ উপৰ রয়েছে স্বাধীনতাৰ লাল সূৰ্য ও অন্য একটি স্তৰেৰ উপৰে বেয়নেট খচিত রাইফেলে মুঠিবৰ্ম্ব একটি হাত। এৱ মূলে রয়েছে শিল্পীমনেৰ এক অনুগম সৌন্দৰ্য।

- ক. সুন্দৰকে জানাৰ যে জ্ঞান তাৰ নাম কী? ১
- খ. মানুষেৰ সৌন্দৰ্যেৰ আশা পূৰ্ণ হয় কীভাৱে? ২
- গ. “উদ্দীপকেৰ শিল্পকৰ্মটি ‘শিল্পকলার নানা দিক’ রচনাৰ যে দিকটি নিৰ্দেশ কৰে তা ব্যাখ্যা কৰ। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকটিতে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ রচনাৰ সামগ্ৰিক দিক প্ৰতিফলিত হয়নি”— মন্তব্যটিৰ যথাৰ্থতা বিচাৰ কৰ। ৪

৪নং প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ

► শিখনফল ২

- ক.** • সুন্দৰকে জানাৰ যে জ্ঞান তাৰ নাম ‘নন্দনতলা’।
- খ.** • প্ৰয়োজন আৱ অপ্ৰয়োজন মিলে মানুষেৰ সৌন্দৰ্যেৰ আশা পূৰ্ণ হয়।
- মানুষ দৈনন্দিন ব্যবহাৱেৰ জন্য নানা ধৰনেৰ জিনিস ব্যবহাৱ কৰে। আৱ যেগুলো মানুষ ব্যবহাৱ কৰে সেগুলো যদি প্ৰয়োজন মেটানোৰ পৰে সৌন্দৰ্যেৰ দিকটি প্ৰকাশ কৰে, তাহলে তা মানুষেৰ কাছে আৱও ভালো লাগাব হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্ৰে প্ৰয়োজনেৰ চেয়ে সৌন্দৰ্যেৰ দিকটিই তখন বেশি গুৱৰত্বপূৰ্ণ হয়ে ওঠে। প্ৰয়োজন মানুষেৰ শৱীৱকে তৃপ্তি দেয়, আৱ সৌন্দৰ্য-মানুষেৰ মনকে তৃপ্তি দেয়। সুতৰাং প্ৰয়োজন আৱ অপ্ৰয়োজন মিলে মানুষেৰ সৌন্দৰ্যেৰ আশা পূৰ্ণ হয়।
- গ.** • উদ্দীপকেৰ শিল্পকৰ্মটি ‘শিল্পকলার নানা দিক’ রচনাৰ শিল্পেৰ সৌন্দৰ্যেৰ দিকটি নিৰ্দেশ কৰে।
- সৌন্দৰ্য একটি আপেক্ষিক বিষয়। একজনেৰ কাছে যে বস্তু সুন্দৰ, অন্যজনেৰ কাছে তা সুন্দৰ নয়। সৌন্দৰ থাকে সবাৱ মনে। আৱ এই জন্যেই কোনো বিষয়ে আমৰা হঠাৎ কৰে সুন্দৰ-অসুন্দৰেৰ সিম্বালে আসতে পাৱি না।
- উদ্দীপকে শিল্পী আমিনুৰ রহমানেৰ শিল্প ও শিল্পেৰ সৌন্দৰ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাৰ শিল্পকৰ্ম একসাথে ফুটে উঠেছে জাতীয় চেতনা এবং শৈলিক সৌন্দৰ্য। ‘শিল্পকলার নানা দিক’ রচনায় শিল্প ও শিল্পেৰ সৌন্দৰ্যেৰ দিকটি বৰ্ণনা কৰা হয়েছে। সেই সাথে সৌন্দৰ্যেৰ সাথে মানুষেৰ মনেৰ সম্পর্কেৰ দিকটিও উপস্থাপিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকেৰ শিল্পকৰ্মটি ‘শিল্পকলার নানা দিক’ রচনাৰ শিল্পেৰ সৌন্দৰ্যেৰ দিকটি নিৰ্দেশ কৰে।
- ঘ.** • উদ্দীপকটিতে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ রচনাৰ সামগ্ৰিক দিক প্ৰতিফলিত হয়নি— মন্তব্যটিৰ যথাৰ্থ।

- মানুষেৰ বেঁচে থাকাৱ জন্য শিল্প অত্যন্ত গুৱৰত্বপূৰ্ণ একটি বিষয়। শিল্প মানুষেৰ মনেৰ চাহিদা পূৰণ কৰে মানুষকে ভেতৱে থেকে সমৃদ্ধ কৰে।

- উদ্দীপকে আমিনুর রহমানের তৈরি স্বাধীনতা মঞ্চের কথা বলা হয়েছে। তার নকশায় শিল্প ও স্বাধীনতার চেতনা দুই-ই প্রকাশ পেয়েছে। 'শিল্পকলার নানা দিক' রচনায় শিল্পের বিভিন্ন দিক ও শ্রেণিভিত্তিক আলোচনা দেখা যায়। শিল্পের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কেও বলা হয়েছে রচনায়। এছাড়াও মানুষের মনের এবং আত্মার চাহিদার সাথে শিল্পের সম্পর্কের দিকটিও প্রকাশ পেয়েছে রচনায়।
- উদ্দীপকে শুধু স্বাধীনতা মঞ্চের শৈল্পিক সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু 'শিল্পকলার নানা দিক' রচনায় শিল্পের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'শিল্পকলার নানা দিক' রচনার সামগ্রিক দিক প্রতিফলিত হয়নি।

প্রশ্ন ০৫ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৫

সাগর, নদী, পাহাড়, গাছপালা, ফুল-পাখির বিচ্চি সমারোহ সৌন্দর্যপিপাসু মানুষদের আকৃষ্ট করে। এই প্রকৃতিকে মুচ্চা সুন্দর করে সাজিয়েছেন শুধুই নিজের খেয়ালে। ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো গোষ্ঠীকে আনন্দ দান নয়, সৌন্দর্যই এখানে মুখ্য। সৌন্দর্য মানুষকে ত্রুট করে, পরিশীলিত করে।

- ক. আমাদের দেশে কীসের ভাস্কর্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল? ১
 খ. 'কালি কলম মন, লেখে তিন জন।'- ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্দীপকে 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের যে দিকটির পরিচয় মেলে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "উদ্দীপকে 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের অনেক দিকই ফুটে উঠেনি।"- মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

শেং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ২

- ক:** ০ আমাদের দেশে পোড়ামাটির ভাস্কর্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল।
খ: ০ 'কালি কলম মন, লেখে তিন জন।'- এটি বাংলার একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ। এর দ্বারা ঐতিহ্য, শিল্প ও যুগের মাঝে সমর্বয় সৃষ্টি করা হয়েছে।

- আলোচ্য প্রবাদ বাকে কালি মানে দেশের ঐতিহ্যের হাজার বছর প্রবাহিত কালি, কলম হলো শিল্প সৃষ্টির বর্তমান সরঞ্জামসমূহ, আর মন হলো বর্তমান যুগের সঙ্গে ঐতিহ্যের সমর্বয় সাধন করে নিজেকে প্রকাশ করার মন। আলোচ্য প্রবাদ দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে— ঐতিহ্যই দেশের পরিচায়ক।

- গ:** ০ উদ্দীপকে 'শিল্পকলার' নানা দিক' প্রবন্ধের সৌন্দর্যের মাধ্যমে আনন্দলাভের দিকটির পরিচয় মেলে।

- মনের নিজৰ গতি আছে, আছে ছন্দ। এই ছন্দ, গতিতে চলতে চলতে মন সৌন্দর্যের সন্ধান করে। কারণ সৌন্দর্যই একমাত্র উপাদান যা সৃষ্টিতে এবং দর্শনে লাভ করা যায় নিটোল আনন্দ। তাই জীবনের জন্য সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং সৌন্দর্য দর্শন পুরুত্বপূর্ণ।

- 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধে লেখক সৌন্দর্যের সাথে মানবমনের সম্পর্কের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। প্রকৃতিজগতের সৌন্দর্যকে বিচ্চি ভাব-ভাষায় মানুষ জড় উপাদানে ফুটিয়ে তোলে। এই সৌন্দর্য যিনি সৃষ্টি করেন তিনি যেমন ত্বক লাভ করেন তেমনি যিনি দর্শন করেন তিনিও লাভ করেন পরিত্বক। উদ্দীপকেও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে ত্বক লাভের এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। চারপাশের প্রকৃতিকে মুচ্চা সাজিয়েছেন সুন্দরের রং-তুলি দিয়ে। সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং সৌন্দর্য দর্শনই এখানে মুখ্য।

- ঘ:** ০ "উদ্দীপকে 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের অনেক দিকই ফুটে উঠেনি।"- মন্তব্যটির যথার্থ।

- সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা মানবজীবনে চিরকালীন সত্য। তাই শুধু প্রয়োজন মিটিয়েই সে নিবৃত্ত হয় না। প্রয়োজনের বাইরে গিয়ে সে যেটুকু করে সেটুকুই সৌন্দর্যের সাধন। যুগ যুগ ধরে চিত্রকলা, শিল্পকলায় মানুষ এ সৌন্দর্যের সাধনাই করে আসছে।

- 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধে লেখক সুন্দরের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতিজগতে যে সৌন্দর্য নিয়ত প্রকাশমান তা অবলোকন করে মানুষ জড় উপাদানের মাধ্যমে নতুন করে সৌন্দর্যকে সৃষ্টি করে। এভাবেই চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য, কবিতার সৃষ্টি। এই সুন্দরের বোধ মনকে ত্বক করে। উদ্দীপকেও এই সৌন্দর্য সৃষ্টির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। মুচ্চা নিজ মনের খেয়ালে সৃষ্টি করেছেন অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সুন্দরের সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া চলমান।

- উদ্দীপক এবং 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধে সুন্দরের সৃষ্টি মাহাত্ম্যাই ধ্বনিত। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে প্রকৃতিজগতের সৌন্দর্যের অনুসরণে মানুষ কীভাবে রং, রেখা, মাটি বা পাথরের বুকে সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে তা প্রধান হয়ে উঠেছে। সেই সাথে মানুষের সৌন্দর্যবোধও একটি প্রধান বিষয় হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৬ বরিশাল বোর্ড ২০১৪

- এবার দৈদে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী নাজমা তার বাবার কাছে 'পাখি ড্রেস' নামক জামা দাবি করলে বাবা তাকে জামাটি কিনে দেয়। দৈদের দিন জামাটি পরে নাজমা বান্ধবীদের বাড়িতে বেড়াতে গেলে সবাই জামাটির সৌন্দর্যের প্রশংসা করে যা তারও ভালো লাগে। বান্ধবীদের বাড়ি থেকে ফিরে নাজমা জামাটি শোকেসে তুলে রাখে।

- ক. বর্তমানে ছবি আঁকার অত্যন্ত প্রিয় রং কোনটি? ১
 খ. শিল্পকলা সৃষ্টি হয়েছে কেন? ২

- গ. যে কারণে নাজমার জামাটি সবার প্রশংসা পেয়েছে তা 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের আসোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

- ঘ. নাজমার জামাটি শোকেসে তুলে রাখার মাধ্যমে 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে কি?— তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

শেং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ২

- ক:** • বর্তমানে ছবি আঁকার অত্যন্ত প্রিয় রং হচ্ছে জল রং।
খ: • মানুষের সৌন্দর্যানুভূতি ও আনন্দবোধের প্রকাশের জন্যই শিল্পকলা সৃষ্টি হয়েছে।

- সৌন্দর্যানুভূতি ও আনন্দ প্রকাশ মানুষের চিত্রবিকাশেরই নবরূপ। সৌন্দর্য ও আনন্দকে আমরা বুঝি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ইত্যাদি মাধ্যমে, ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে। মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন মে তার মনকে প্রকাশ করতে চায় নানা রূপে। এ চাওয়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছে শিল্পকলার।

- গ:** • নাজমার জামাটির মধ্যে প্রয়োজনের সাথে সাথে অপ্রয়োজনের তথা সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটার জামাটি সবার প্রশংসা পেয়েছে।

- মানুষের চাহিদার শেষ নেই। তাই যে যত পায় সে তত চায়। তবে শুধু প্রয়োজনের জিনিস পেলেই মানুষ খুশি হয় না। অবশ্যই সেটাকে সুন্দর হতে হয়। কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস প্রাপ্তির পর মনুষের শরীর ত্বক হয়। আর প্রয়োজনের বাইরে যে সৌন্দর্য থাকে তা মনকে ত্বক করে।

- উদ্দীপকের নাজমা তার বাবার কিনে দেওয়া কাঙ্ক্ষিত 'পাখি ড্রেস'টি পরে দৈদের দিন বান্ধবীদের বাড়িতে বেড়াতে গেলে সবাই জামাটির সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, যা তারও ভালো লাগে। নাজমার জামাটি সবার প্রশংসা পাওয়ার অন্যতম কারণ প্রয়োজন সাধন অপেক্ষা অপ্রয়োজনের আনন্দদানে জামাটির ভূমিকা। 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধে আছে— প্রয়োজনের কাজ মিটল তো শরীরকে ত্বক করল, আর প্রয়োজনের বাইরে যে সুন্দর তা মনকে ত্বক করল। নাজমার জামাটির অপ্রয়োজনের সৌন্দর্যের দিক মনকে ত্বক করায় তা সবার প্রশংসা পেয়েছে।

- ঘ:** • না, নাজমার জামাটি শোকেসে তুলে রাখার মাধ্যমে 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়নি।

• মানুষ সব সময় সুন্দর বিষয়কেই গ্রহণ করে। নিজের সৌন্দর্য অন্যের কাছে তুলে ধরতে চায়। অপ্রয়োজনীয় জিনিসই সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটায় বেশি। কারণ তা মনকে ত্ণু করে।

• উদ্দীপকের নাজমা তার বাবার কিনে দেওয়া ‘পাখি ড্রেস’ নামক জামাটি পরে ঈদের দিন বাঞ্ছবীদের বাড়িতে বেড়াতে গেলে সবাই জামাটির সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, যা তারও ভালো লাগে। বাঞ্ছবীদের বাড়ি থেকে ফিরে নাজমা জামাটি শোকেসে তুলে রাখে। ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে আছে প্রয়োজনের কাজ মিটল তো শরীরকে ত্ণু করল, আর প্রয়োজনের বাইরে যে সুন্দর তা মনকে ত্ণু করল। মানুষের জৈব অপেক্ষা আঞ্চিক ও মানসিক আনন্দ সৃষ্টির আবেদন বেশি হওয়ায় নাজমার জামাটি সবার প্রশংসা লাভ করেছে। আর জামাটি শোকেসে তুলে রাখায় ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়নি। কেননা অপ্রয়োজনের দিক মেটার যে জিনিস তা সব সময় কাজে ব্যবহৃত হয় না।

• ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে বলা হয়েছে— সকল জ্ঞানী মানুষ বলেন, সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে। আর নিত্যদিনের প্রয়োজনের বাইরে যে জিনিস তা শোকেস বা এমনই সংক্ষিত স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। উদ্দীপকের নাজমাও তার সুন্দর জামাটির প্রসঙ্গে অনুরূপ আচরণ করেছে। ফলে তার এ কাজে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়নি।

প্রশ্ন ০৭ ঢাকা বোর্ড ২০১৫

রাবেয়া তার বাঞ্ছবীদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঘুরতে গিয়ে বিশালাকার এক ভাস্কর্য দেখতে পায়, নাম— ‘অপরাজেয় বাংলা’। ‘৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের এবং বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এটি।

ক. সব সুন্দরই সরাসরি কীসের বাইরে অবস্থান করে? ১

খ. সুন্দরের নিয়ম জানতে হবে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের যে বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে উল্লিখিত দিকটিই শিল্পকলার একমাত্র দিক নয়”— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

ক. • সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে অবস্থান করে।

খ. • সুন্দরের নিয়ম জানতে হবে না। কারণ সুন্দর যে নিয়মে সুন্দর হয়, তা সরাসরি প্রকাশিত হয় না। আবার নিয়ম না জানলেও সুন্দরকে চেনা যায়।

• নিয়ম জেনে তারপর সুন্দরকে জানতে গেলে সুন্দরের তৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না; বরং সুন্দর দেখতে দেখতেই এক সময় সুন্দরের নিয়ম উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। যেমন শিল্পকলা বা ফুল ফোটার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। কিন্তু এ নিয়ম প্রকাশিত হয় না। শুধু সুন্দরের সাথে মিশে একটা নান্দনিক বন্ধন তৈরি করে। এ কারণেই সুন্দরের নিয়ম জানতে হবে না।

গ. • উদ্দীপকে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের ভাস্কর্যের বর্ণনার বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

• ভাস্কর্য হলো এক ধরনের শিল্পকলা। শিল্পীরা পাথর, কাঠ, মাটি প্রভৃতি দিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। যাঁরা ভাস্কর্য নির্মাণ করেন তাঁদের বলা হয় ভাস্কর। বাংলাদেশে বিভিন্ন আকৃতির ও বহু ধরনের ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায়।

• ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে লেখক এই ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। নরম মাটি দিয়ে কোনোকিছুর রূপ দেওয়া বা শুক্র পাথর কেটে কোনো গড়ন বানানোকে বলা হয় ভাস্কর্য। আবার বিশেষ এক ধরনের ছাঁচ বানিয়ে গলিত ধাতু ঢেলে গড়ন বানানোও ভাস্কর্যের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে এককালে পোড়ামাটির ভাস্কর্য, খুব প্রসিদ্ধ ছিল। উদ্দীপকের ‘অপরাজেয় বাংলা’ একটি ভাস্কর্য যা আলোচ্য প্রবন্ধের এই বর্ণনাকেই নির্দেশ করে। ‘অপরাজেয় বাংলা’ ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত এক বিশালাকার ভাস্কর্য। এই ভাস্কর্যটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণের স্মারক। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের ভাস্কর্যের বর্ণনার বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

ঘ. • “উদ্দীপকে উল্লিখিত দিকটিই ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের একমাত্র দিক নয়”— মন্তব্যটি যথার্থ।

• শিল্পকলা নানা ধরনের উপকরণের সমন্বিত একটি বিষয়। ভাস্কর্যও এক বিশেষ ধরনের শিল্পকলা, যা নিজ নির্মাণশৈলীতেই গ্রাত্মক্যমণ্ডিত। বাংলাদেশে অনেক ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলোর নির্মাণের পশ্চাতে আছে কোনো বিশেষ অর্জন বা ঘটনা। এ ছাড়াও শিল্পকলার রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আজিগুক।

• ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে সুন্দরের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে ভাস্কর্যের প্রসঙ্গ উল্লাপিত হয়েছে। ভাস্কর্য এক ধরনের শিল্পকলা, যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটে সুন্দরে। প্রকৃতি বা জীবজগতের নানা বিষয়কে মাটি, কাঠ বা পাথরের সাহায্যে শিল্পীরা এই ভাস্কর্যে রূপ দেয়। উদ্দীপকেও আমরা এই ভাস্কর্য শিল্পকলার পরিচয় পাই। বাংলাদেশের একটি সুবিখ্যাত ভাস্কর্য ‘অপরাজেয় বাংলা’, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত। শিল্পীর নির্মাণ, সৌন্দর্যবোধের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের তৎপর্যয় ইতিহাসও এ ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশমান।

• উদ্দীপকে ভাস্কর্যের বর্ণনা এবং এর তৎপর্যই প্রধান আলোচিত বিষয়। কিন্তু ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধে ভাস্কর্যের বর্ণনা এসেছে সুন্দরের ধারণা ব্যক্ত করার প্রসঙ্গে। ভাস্কর্য শিল্পকলার একটি উপকরণ, যার মধ্য দিয়ে সুন্দরের প্রকাশ ঘটে। এ ছাড়াও প্রবন্ধে আরও অনেক বিষয়ের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন— সৌন্দর্যের গুরুত্ব, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের কথা, নন্দতত্ত্বের কথা, শিল্পকলার গুরুত্ব ইত্যাদি। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত দিকটিই ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের একমাত্র দিক নয়।

প্রশ্ন ০৮ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

ছোট শিশু খেলার ছলে নদীতীরে বালু দিয়ে ঘর বানায়। ঘরের গায়ে সে সুন্দর করে নকশা বানায়। ঘরের আশপাশকেও সে পরিচ্ছন্ন করে তোলে। যাতে সেখানে একটি সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করে। এভাবে শিশুটি আপন মনে তার ভালো লাগাকে মূর্ত করে তোলে।

ক. মুস্তাফা মনোয়ার মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন কোথায়? ১

খ. “আনন্দ ধারা বহিছে ভূবনে”— এই গানটি কীভাবে শিল্পকলার মূল সত্য প্রকাশ করে? ২

গ. উদ্দীপকের শিশুর কর্মে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের কোন দিকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ভাবই ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের মূলীভূত সত্য।— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

ক. • বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর অনুষ্ঠান প্রযোজনায় মুস্তাফা মনোয়ার মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

খ. • শিল্পকলার মূল সত্য হলো আনন্দে অবগাহন করা। আলোচ্য গানের কথাতেও বলা হয়েছে যে— ধরণিতে আনন্দের ধারা বয়ে চলছে, যা শিল্পকলার মূল সত্যকে স্পর্শ করে।

• মনের চাহিদা মেটাতে আনন্দের বিকল্প নেই। এ আনন্দে অবগাহনের জন্য পৃথিবীর মানুষ হাজারো প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু আনন্দ লাভ করাই শিল্পকলার মূল সত্য, তাই বলা যায়— আলোচ্য গানটি শিল্পকলার মূল সত্যই প্রকাশ করে।

গ. • উদ্দীপকের শিশুর কর্মে ‘শিল্পকলার নানা দিক’ প্রবন্ধের সৌন্দর্যের মাধ্যমে আনন্দ লাভের দিকটির পরিচয় মেলে।

- মানবমনের আছে নিজস্ব গতি, আছে ছন্দ। আপন গতিতে চলতে চলতেই মন সৌন্দর্যের সন্ধান করে। কারণ একমাত্র সৌন্দর্যের মধ্য দিয়েই মানুষ লাভ করে নিটোল আনন্দ। সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং সৌন্দর্য দর্শন মানবজীবনের অপরিহার্য সত্য।
- 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধে এ বিষয়টিই প্রবন্ধকার উপস্থাপন করেছেন। মানুষ তার আপন ভাষায় আর কর্মে প্রকৃতিজগতের সৌন্দর্যকে মূর্ত করে তোলে। আপন মনের আনন্দে চলে তার সৌন্দর্য সৃষ্টি যা অপরকেও আনন্দ দেয়, ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি করে। উদ্দীপকের শিশুটি নিজের ভালো লাগা থেকেই খেলাছলে নদীর তীরে বালু দিয়ে ঘর বানায়। একটি সুন্দর পরিবেশের জন্য সে ঘরের আশপাশকে পরিচ্ছন্ন করে তোলে, ঘরের দেয়ালে সুন্দর করে নকশা বানায়। সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং সৌন্দর্য লাভই এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে।
- ব্র.** উদ্দীপকের ভাবই 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের মূলীভূত সত্য।— মন্তব্যটি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সূজনশীল প্রশ্নব্যাংক

১। নিজস্ব প্রতিবেদক : পুরো ছায়ানট ভবন তখন ভাসছিল এসরাজের করুণ সুরে। একে তো সন্ধ্যা, তার ওপর ওই সকরুণ সুর। কী অভাবনীয় আবেদন, কবিগুরুর গান গেয়ে শুনে তাঁকে তাঁর প্রয়াণের দিনটিকে যাপন করা! এরই ভেতর দিয়ে এক অপ্রত্যাশিত স্পর্শ পাওয়ার প্রচেষ্টা। গতকাল সন্ধ্যায় ছায়ানট আয়োজন করেছিল এই অনুষ্ঠানের। যথারীতি সম্মেলন গান দিয়েই শুরু হয়েছিল এটি। গানে গানেই শেষ নয়। গানের ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের লিপিকা থেকে কথিকা অংশটুকু পাঠ করে শোনান সুননা বিশ্বাস। এসে পৌছালে 'পরিচয়' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনানোর কথা ছিল জয়ন্ত রায়ের। সব সময়ের মতো সম্মিলিত কঠে জাতীয় সংগীত দিয়ে গানের অনুষ্ঠানগুলো শেষ করে ছায়ানট। এই দিনেও এর ব্যক্তিক্রম হয়নি।

[তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো— ০৮/০৮/২০১৫]

- ক. সকলের জন্য অপরিহার্য কোনটি? ১
খ. 'সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে।'— ব্যাখ্যা কর। ২

- সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং সৌন্দর্য দর্শনের মূল কথাই হলো আনন্দ লাভ। তাই যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে চিত্রকলা, নাট্যকলা, সংগীতকলা প্রভৃতি শাখার। প্রয়োজনের বাইরে গিয়ে মানুষের এ সৌন্দর্য সাধনা; এ সাধনা এক চলমান প্রক্রিয়া।
- 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধে প্রবন্ধকার এ সত্যটিই ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতিজগতে প্রতিনিয়ত চলছে সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজ, আর প্রকৃতিজগতের এ সৌন্দর্য অবলোকন করে মানুষ আনন্দ লাভ করে। প্রকৃতিজগতের সৌন্দর্যকে মানুষ ফুটিয়ে তোলে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্য, কবিতা, গানে। সুন্দরের এই বোধ মানুষের মনকে তৃণ্ণ করে। উদ্দীপকের শিশুটির কাজে এই সৌন্দর্য সৃষ্টির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে যা শিশুটিকে আনন্দ দেয়।
- উদ্দীপক এবং 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধে সৌন্দর্য সৃষ্টির মাহাত্ম্যই বর্ণিত হয়েছে। এই সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলকথা হলো আনন্দ লাভ। এ বিষয়টিই আলোচ্য প্রবন্ধের মূলীভূত সত্য।

মাস্টার ট্রেইনার প্র্যানেল কর্তৃক প্রশ্নীত

- গ. উদ্দীপকের অনুষ্ঠানটি 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের কোন কলার অন্তর্ভুক্ত তা চিহ্নিত কর। ৩
ঘ. "শিল্পকলা ব্যক্তির সঙ্গে জাতিকেও সমৃদ্ধ করে।" মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের আলোকে বিচার কর। ৪
- ২। শহরের অধিবাসী শামীম সাহেব গ্রামের নির্জন পরিবেশে ছায়ায় বসে ছবি আঁকেন। শান্ত-সবুজ পরিবেশে গ্রামীণ প্রকৃতির ছবি আঁকতে তিনি ভালোবাসেন। গ্রামের ছেলে তমাল তাঁর কাছে জানতে চায় যে, কেন তিনি ছবি আঁকেন? শামীম সাহেব মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "ছবি আঁকতে আমার ভালো লাগে তাই আঁকি।"
ক. 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের সেখকের নাম কী? ১
খ. 'নন্দনতত্ত্ব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের যে দিকটির পরিচয় মিলে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের শামীম সাহেবের জবাবটিতে 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের মূল সত্যটি নিহিত।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

- প্রশ্ন ১। 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের লেখকের নাম কী? [দি. বো. '১৪]
উত্তর : 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের লেখকের নাম মুন্তাফা মনোয়ার।
- প্রশ্ন ২। 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'— এটি কার গান?
উত্তর : এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান।
- প্রশ্ন ৩। আনন্দ প্রকাশ কীসের প্রকাশ?
উত্তর : আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতার প্রকাশ।
- প্রশ্ন ৪। কখন মানুষ মনকে নানারূপে প্রকাশ করতে চায়?
উত্তর : আনন্দ পেলে মানুষ মনকে নানারূপে প্রকাশ করতে চায়।
- প্রশ্ন ৫। শিল্পকলার কোন অর্থ আমরা বুঝতে পারি?
উত্তর : শিল্পকলার অস্পষ্ট অর্থ আমরা বুঝতে পারি।
- প্রশ্ন ৬। নিয়ম মেনেও ফুল কীভাবে ফুটে ওঠে?
উত্তর : নিয়ম মেনেও ফুল স্বাধীনভাবে ফুটে ওঠে।

টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



প্রশ্ন ৭। কীভাবে সুন্দরের বিশেষ নিয়মগুলো জানা যাবে?

উত্তর : সুন্দর দেখতে দেখতেই সুন্দরের বিশেষ নিয়মগুলো জানা যাবে।

প্রশ্ন ৮। সব সুন্দরই কী?

উত্তর : সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে।

প্রশ্ন ৯। কীসের সমৰ্থয়ে শিশুরা ছবি আঁকে?

উত্তর : কল্পনা আর বাস্তবের সমৰ্থয়ে শিশুরা ছবি আঁকে।

প্রশ্ন ১০। জল রং কীসের মাধ্যম?

উত্তর : জল রং চিত্রকলার মাধ্যম।

প্রশ্ন ১১। পুরাকালে বাংলাদেশের শিল্পীরা কোন মাধ্যমে ছবি আঁকত?

উত্তর : পুরাকালে বাংলাদেশের শিল্পীরা জল রং দিয়ে ছবি আঁকত।

প্রশ্ন ১২। শক্ত পাথর কেটে কোনো গড়ন বানানোকে কী বলে?

উত্তর : শক্ত পাথর কেটে কোনো গড়ন বানানোকে ভাস্কর্য বলে।

প্রশ্ন ১৩। সকল শিল্পীর দায়িত্ব কী?

উত্তর : সকল শিল্পীর দায়িত্ব হলো দেশের ঐতিহ্যকে শৰ্ম্মা করা।

১) প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। 'নদনতত্ত্ব' বলতে কী বোঝা?

উত্তর : সুন্দরকে জানার যে জ্ঞান তার নাম 'নদনতত্ত্ব'।

জগতে সুন্দরের অভাব নেই। মানুষ বরাবরই সৌন্দর্যপ্রিয়। জগতে যা কিছু সুন্দর তাকে মানুষ সুন্দরই বলে। সৌন্দর্য সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান জন্মগত। তবে সুন্দরকে আরও বিশ্লেষণ করা, আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে নদনতত্ত্ব। যা সৌন্দর্য, শিল্প এবং বুচির প্রকৃতি ও অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করে।

প্রশ্ন ২। আনন্দকে আমরা কীভাবে বুঝি?

উত্তর : আনন্দকে আমরা বুঝি বৃপ্ত-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে, ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে।

সব মানুষই জীবনে আনন্দ পাওয়ার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করে। আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন সে তার মনকে প্রকাশ করতে চায় নানা রূপে। আর মানুষ এই আনন্দানুভূতি অনুভব করে তার ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে। যেখানে থাকে বৃপ্ত-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩। যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয়, খুশি করে, তাই সুন্দর। ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : "যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয়, খুশি করে, তাই সুন্দর"- কথাটি বলা হয়েছে সুন্দরের স্বরূপ প্রকাশ করার জন্য। মানুষ বরাবরই সৌন্দর্যপ্রিয়। সুন্দরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। তবে প্রকৃত সুন্দর আসলে সেটাই যে কাজ করে মানুষ আনন্দ পায়। কেননা সৌন্দর্যের সম্পর্ক হলো মনের সঙ্গে। আর যেসব কাজ করলে মনে স্বষ্টি আসে তাতেই মানুষ আনন্দ পায়। তাই বলা যায়, যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয়, খুশি করে, তাই সুন্দর।

► অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান

কর্ম-অনুশীলন : সুনির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বনে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে)।

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-52

সমাধান :

কাজের ধরন : দলগত কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকার প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠবে। পাশাপাশি তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ পাবে।

প্রয়োজনীয় নির্দেশনা : প্রথমেই যেকোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করবে। যেমন : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি। তারপর তোমাদের শ্রেণিশিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে একটি দিন নির্ধারণ করে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করবে। প্রতিযোগিতায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালাবে।

কাজের বর্ণনা : নির্দেশনামতো নিজেরা ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত

কর্ম-অনুশীলন : শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে স্পষ্ট ও সুন্দর হস্তাঙ্কর প্রতিযোগিতার আয়োজন কর। ► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-52

সমাধান :

কাজের ধরন : দলগত কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : হস্তাঙ্কর বা হাতের লেখা যে একটি শিল্প সেটি শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে এবং হাতের লেখা সুন্দর ও স্পষ্ট করতে আগ্রহী হবে।

প্রয়োজনীয় নির্দেশনা : হস্তাঙ্কর প্রতিযোগিতা অয়োজন করার জন্য তোমাদের শ্রেণির বাংলা শিক্ষকের পরামর্শ নিবে। পাশাপাশি প্রধান শিক্ষকের পরামর্শ ও অনুমতি নিয়ে একটি দিন নির্ধারণ করবে। শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

কাজের বর্ণনা : নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেরা চেষ্টা কর।

সুপার সাজেশন

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন

প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ গদ্যটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সূজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। 100% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিল্পনাম	৭★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৫★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
● বহুনির্বাচনি প্রশ্নের	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ভালোভাবে শিখে নাও।	
● সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩	৪, ৭, ৮
● জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৪, ৬	৫, ৮, ১২, ১৩
● অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১	২

এক্সক্লুসিভ টিপস ► সূজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নের ভালোভাবে শিখে নাও।



যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাখ্যা

১ ক্লাস টেস্ট

বাংলা প্রথম পত্র

অষ্টম শ্রেণি

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$1 \times 15 = 15$

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উভরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে পদ্ধতি প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উভরের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

- | | | | |
|--|--|---|---|
| ১. আমাদের দেশে কীসের ভাস্কর্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল? | ৫. উক্ত গুরুত্বের ভিত্তি কী? | ১০. কোনটির মধ্য দিয়ে একটি দেশ এবং দেশের মানুষকে জানা যায়? | |
| (ক) কাঠের পোড়ামাটির
(গ) পিতলের তামার | (ক) বস্তুর ব্যবহার
(গ) মনের স্বাধীনতা
(ক) শিল্পীর দায়িত্ব | (ক) শিল্পকলাচর্চা
(গ) বিজ্ঞানচর্চা
(ক) সাহিত্যচর্চা
(গ) চিত্রকলাচর্চা | |
| ২. সব সুন্দরের সূচির মধ্যে একটা রূপ আছে, তার নাম কী? | ৬. মুস্তাফা মনোয়ার কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন? | ১১. ছবি আঁকা মানে কী? | |
| (ক) স্বার্থপরতা
(গ) স্বাধীনতা
(ক) শিল্পকলা | (ক) ১৯৩৫
(গ) ১৯৩৭
(ক) 'প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলিয়েই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ হয়' – উক্তির বক্তব্যের সাথে নিচের কোনটি সামঞ্জস্যপূর্ণ? | (ক) রং করা
(গ) বলে শেখা
(ক) দেখে শেখা
(গ) একে শেখা | |
| ৩. শক্ত পাথর কেটে কোনো গড়ন বানানোকে কী বলে? | i. নকশিকাঁধা তৈরি, জামায় নকশা করা,
ঘর সাজানো
ii. ঘর বানানো, কাঁধা সেলাই, গাছ লাগানো
iii. ছবি আঁকা, ফুলের গাছ লাগানো
নিচের কোনটি সঠিক? | ১২. প্রয়োজনের বাইরে যে সুন্দর তা তৃপ্ত করে–
(ক) শরীরকে
(গ) সুন্দরকে
(ক) বাহিরকে
(গ) মনকে | |
| (ক) স্থাপত্য
(গ) চিত্রকলা
(ক) ভাস্কর্য | (ক) i ও ii
(ক) i ও iii
(ক) ii ও iii
(ক) iii ও iv
(ক) i, ii ও iii
(ক) মানুষের ঔবনীশক্তির প্রবলতার প্রকাশ কোনটি? | ১৩. নকশিকাঁধা হলো–
i. নকশা করা দামি শাড়ি বিশেষ
ii. সুন্দর নকশা সূচি করে তৈরি কাঁধা
iii. বাংলাদেশের লোকশিল্পের একটি সমৃদ্ধ শাখা
নিচের কোনটি সঠিক? | |
| ৪. উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উভর দাও:
নীরা তার জন্মদিনে কাকার কাছ থেকে একটি সুন্দর কলমদানি উপহার পায়। কলমদানিটির নকশা এতই সুন্দর যে শোকেসে সাজিয়ে রাখে। | ৮. মানুষের ঔবনীশক্তির প্রবলতার প্রকাশ কোনটি? | (ক) i ও ii
(ক) i ও iii
(ক) ii ও iii
(ক) iii ও iv
(ক) মানুষের আনন্দ কী রূপে প্রকাশিত হয়? | |
| (ক) বস্তুর অপ্রয়োজনের দিক
(গ) বস্তুর প্রয়োজনের দিক
(ক) গ্রিত্যাস ও গ্রিত্য রক্ষা
(গ) শিল্পকলার চর্চা | (ক) দুঃখ প্রকাশ
(গ) আনন্দ প্রকাশ
(ক) মানুষের আনন্দ কী রূপে প্রকাশিত হয়? | (ক) বিছিম রূপে
(গ) নানা রূপে
(ক) হতাশা প্রকাশ
(গ) কার্পণ্য প্রকাশ
(ক) খড়িত রূপে
(গ) আংশিক রূপে | ১৪. স্থাপত্যকলার ইংরেজি পরিভাষা কোনটি?
(ক) কোরিওগ্রাফি
(গ) ক্লাপ্টার
(ক) প্রিলক্লার
(গ) আর্কিটেকচার |
| ৫. নীরার আচরণে 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের কোন দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে? | ৯. মানুষের আনন্দ কী রূপে প্রকাশিত হয়? | ১৫. শিল্পকলার কারুকাজ দিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের–
(ক) গ্রিত্য
(গ) জাতিসভা
(ক) ভাস্কর্য
(গ) সংস্কৃতি | |
| (ক) বস্তুর অপ্রয়োজনের দিক
(গ) বস্তুর প্রয়োজনের দিক
(ক) গ্রিত্যাস ও গ্রিত্য রক্ষা
(গ) শিল্পকলার চর্চা | (ক) বিছিম রূপে
(গ) নানা রূপে | | |

সূজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

$10 \times 2 = 20$

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উভর দাও :

- | | |
|---|---|
| ১. অয়পুরহাট শহরে শিল্পী আমিনুর রহমান প্রামাণিকের নকশা করা শিল্পকর্ম বাজলা স্কুলের স্বাধীনতা মঞ্চ একটি ব্যক্তিমূল্যমুক্ত স্থাপনা। হোট আয়তনের হলেও এর দুটি স্তরের উপর রয়েছে স্বাধীনতার লাল সূর্য ও অন্য একটি স্তরের উপরে বেয়নেট খচিত রাইফেলে মুদ্দিবন্ধ একটি হাত। এর মূলে রয়েছে শিল্পীমনের এক অনপম সৌন্দর্য।
ক. সুন্দরকে জানার যে জ্ঞান তার নাম কী? ১
খ. মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ হয় কীভাবে? ২
গ. "উদ্দীপকের শিল্পকর্মটি 'শিল্পকলার নানা দিক' রচনার যে দিকটি নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপটিতে 'শিল্পকলার নানা দিক' রচনার সামগ্রিক দিক প্রতিফলিত হয়নি"- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪ | ৩. ছোট শিশু খেলার ছলে নদীতীরে বালু দিয়ে ঘর বানায়। ঘরের গায়ে সে সুন্দর করে নকশা বানায়। ঘরের আশপাশকেও সে পরিচ্ছন্ন করে তোলে। যাতে সেখানে একটি সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করে। এভাবে শিশুটি আপন মনে তার ভালো লাগাকে মূর্ত করে তোলে।
ক. মুস্তাফা মনোয়ার মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন কোথায়? ১
খ. "আনন্দ ধারা বহিষ্ঠে ভুবনে"- এই গানটি কীভাবে শিল্পকলার মূল সত্য প্রকাশ করে? ২
গ. উদ্দীপকের শিশুর কর্ম 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের কোন দিকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ভাবই 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের মূলীভূত সত্য।— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪ |
| ২. রাবেয়া তার বাস্তুবীদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঘুরতে দিয়ে বিশালাকার এক ভাস্কর্য দেখতে পায়, নাম-'অপরাজেয় বাংলা'। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের এবং বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এটি।
ক. সব সুন্দরই সরাসরি কীসের বাইরে অবসান করে? ১
খ. 'সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের যে বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উন্নিষ্ঠিত দিকটিই শিল্পকলার একমাত্র দিক নয়"- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪ | ৮। কক্ষবাজার সমন্বয় সৈকতে আপন মনে বালু ভাস্কর্য তৈরি করছিলেন এক শিল্পী। বালু ভাস্কর্য তৈরির এ ধারণাটি তুলনামূলক নতুন। ক্ষণস্থায়ী এ শিল্প সূচির উদ্দেশ্য জানতে চাইলে শিল্পী হেসে বললেন, পর্যটকদের আনন্দদানই তার উদ্দেশ্য।
ক. তালপাতায় আঁকা ছবির বহু নির্দর্শন কোথায় পাওয়া যায়? ১
খ. 'সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে'। কেন? ২
গ. উদ্দীপকে শিল্পকলার যে শাখার পরিচয় পাওয়া যায় 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'মানুষকে আনন্দদানই শিল্পকলার উদ্দেশ্য'- উদ্দীপক এবং 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪ |

উভরযালা ▶ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

- ১ (৩) ২ (৫) ৩ (৩) ৪ (৫) ৫ (৩) ৬ (৩) ৭ (৩) ৮ (৩) ৯ (৩) ১০ (৩) ১১ (৩) ১২ (৩) ১৩ (৩) ১৪ (৩) ১৫ (৩)

উভরসূত্র ▶ সূজনশীল প্রশ্ন

- ১ ▶ 133 পৃষ্ঠার ৪ নং প্রশ্ন ও উভর | ২ ▶ 135 পৃষ্ঠার ৭ নং প্রশ্ন ও উভর | ৩ ▶ 135 পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্ন ও উভর | ৪ ▶ 132 পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উভর